সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০৩
WEEKLY BOOKLET:203

পশুদের ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর

- ছাগল পালন করা কি সুন্নাত?
- গরুর বাচ্চা জন্ম নেয়ার সাথেসাথেই বিক্রি করে দেয়া কেমন?
- প্রাণের সদকা কোন জিনিস দিয়ে দিবে?
- কুকুরের লড়াই করানো কেমন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه কে কৃত প্রশ্নোত্তর সম্বলিত।

পশুদের ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "**পশুদের ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী অন্তর দান করো এবং বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

কোন এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললো: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে? বললো: আমি একজন মুহাদ্দীস সাহেবের (অর্থাৎ হাদীস শরীফের জ্ঞানী) নিকট হাদীসে পাক লিখতাম, তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ

www.dawateislami.net

করলে তখন আমি উচ্চ আওয়াজে দরূদে পাক পাঠ করি, ফলে উপস্থিত লোকেরা শুনলে তারাও দরূদে পাক পাঠ করলো। সুতরাং **আল্লাহ পাক** এর বরকতে আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

আমাল না দেখে ইয়ে দেখা   মাহবুবকে কুছে কা হে গাদা
মওলা নে মুঝে ইউঁ বখশ দিয়া   سُبْحٰنَ الله سُبْحٰنَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শায়খ ওসমান হীরি ও আহত গাধা (ঘটনা)

হযরত শায়খ ওসমান হীরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন সচ্ছল ও ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। একবার তিনি তাঁর রেশমী চাদর জড়িয়ে মাদরাসায় যাচ্ছিলেন, অথচ রেশমী চাদর পুরুষরা ব্যবহার করতে পারে না, কিন্তু তা তাঁর তাওবার পূর্বের ঘটনা ছিলো। (পথিমধ্যে) তিনি একটি গাধা দেখলেন, যেটার পেটে একটি ক্ষত ছিলো আর কাক সেটির ক্ষততে ঠোঁট আঘাত করছিলো, সেগাধাটির প্রতি তাঁর খুব দয়া হলো এবং তিনি তাঁর রেশমী চাদর খুলে গাধার পেটের ক্ষত অংশে বিছিয়ে দিলেন, এতে গাধা কাকের আক্রমন থেকে রক্ষা পেলো, সেই গাধা তার দিকে তাকালো এবং সম্ভবত দোয়া করলো, যদিও সেই দোয়া শুনা যায়নি, কিন্তু তাতে হযরত শায়খ ওসমান হীরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে গেলো

এবং তিনি অনেক বড় বুযুর্গ হয়ে **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, যিকরে আবু ওসমান হীরি, ২/৪৭)

পশুদের সাহায্য করার প্রতিদান

প্রশ্নঃ পশুদের সাহায্য করাতে কি প্রতিদান পাওয়া যায়?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "একজন অনেক বড় গুনাহগার ব্যক্তি ছিলো, সে কুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, সে দেখলো, একটি কুকুর ভিজা মাটি চেটে চেটে খাচ্ছিলো, তার বাইরে বের হওয়া জিহ্বা দেখে সেই ব্যক্তি বুঝে গেলো যে, এই কুকুরটি খুবই পিপাসার্ত, সে তার মোজা খুললো, মোজায় পানি ভর্তি করে কূপ হতে পানি বের করলো এবং সেই কুকুরকে পান করালো। **আল্লাহ পাকের** তার এই নেকী পছন্দ হয়ে গেলো আর তাকে ক্ষমা করে দিলো।

(বুখারী, ৪/১০৩, হাদীস ৬০০৯)

পশুদের প্রতি দয়া করা ও তাদের সাহায্য করা খুবই সাওয়াবের কাজ। অনেক বাচ্চারা বিড়ালকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়, মারে এবং লেজ ধরে ছুড়ে মারে। তাদেরকে বুঝানো উচিৎ, কেননা তারা না বুঝে এরূপ করে থাকে। পশুরা, কুকুর হোক বা বিড়াল, **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টি, এদের বিনা কারণে কষ্ট দেয়া উচিৎ নয়, কেননা তা গুনাহ। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন:

www.dawateislami.net

"মজলুম প্রাণী ও মজলুম কাফেরের বদদোয়াও কবুল হয়ে থাকে।" (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩০০)

ইসলাম অত্যাচারকে নিরুৎসাহিত করেছে আর ইসলামে অত্যাচারের কোন স্থান নেই। আমাদের প্রেম ভালবাসা দিতে হবে এবং অত্যাচার থেকে বাঁচতে হবে। পশুদের উপর দয়া করে তাদের পানাহার করানো উচিৎ, কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে যে, "প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া করার প্রতিদান রয়েছে।" (বুখারী, 8/১০৩, হাদীস ৬০০৯) আমরা পশুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করলে তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

ছাগল পালন করা কি সুন্নাত?

প্রশ্ন: ছাগল পালন করা কি সুন্নাত? (ফেইসবুকের মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: জি হ্যাঁ! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে ছাগল উপস্থিত থাকতো, বরং বিশেষ প্রশৃতির দুধ প্রদানকারী ছাগলও ছিলো। (উমদাতুল কারী, ১৫/৫৩৯, ৬৪৫৯নং হাদীসের পাদটিকা) এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘরে ছাগল থাকা মুখাপেক্ষীতার ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। (ফেরদাউসুল আখবার, ২/১২, হাদীস ৩৪৭১) অর্থাৎ ঘরে ছাগল রাখা এতটাই উপকারী। ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য (Bedroom) অর্থাৎ শোবার কক্ষ তো হতে পারে না, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঘরের ঐ স্থান, যেখানে ছাগল রাখা হয়।

www.dawateislami.net

পশু বিক্রি করে মিলাদের লঙ্গর করা কেমন?

প্রশ্নঃ যদি কেউ মিলাদের লঙ্গরের জন্য পশু পালন করে তবে কি সে ঐ পশু বিক্রি করে অর্ধেক টাকা এই বছর আর অর্ধেক টাকা আগামী বছর মিলাদের লঙ্গরে খরচ করতে পারবে?

(মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী, লান্ডি করাচী)

উত্তরঃ যদি এই বছর পশু কুরবানী করার নিয়্যত করেছিলো, তবে এই বছরই করতে হবে। কিন্তু যেহেতু এরূপ করা তার উপর ওয়াজিব ছিলো না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৫৮৯) এই জন্য যদি পশু বিক্রি করে অর্ধেক টাকা দিয়েও মিলাদের লঙ্গর করে, তবুও ঠিক আছে। যদিও ইচ্ছা পরিবর্তন করে দেয় এবং লঙ্গরই যদি না করে তবুও গুনাহগার হবে না, কিন্তু যখন নিয়্যত করেছিলো, তখন তা থেকে পিছু হটা উচিৎ নয়।

ভূলে যাওয়াও কি আল্লাহর নেয়ামত?

প্রশ্নঃ "ভূলে যাওয়া **আল্লাহর** নেয়ামত" এরূপ বলা কেমন?

উত্তরঃ অনেক অবস্থা এমনও রয়েছে, যাতে ভূলে যাওয়া নেয়ামত, যেমন কেউ আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করলো এবং আমরা ভূলে গেলাম, তবে তা হলো নেয়ামত, কেননা যদি খারাপ ব্যবহার মনে রাখা হয় তবে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকবে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় থাকা হবে যে, যখনই সুযোগ পাবো, ছাড়বো না।

অনেক সময় বাচ্চাদের ধমক দিতে গিয়ে জানিনা কি কি বলে দেয় আর বাচ্চারা তা ভূলে যায়, এই ভূলে যাওয়াটাও নেয়ামত, অন্যথায় যদি বাচ্চারা না ভূলে এবং তারাও জিদ করলে তো পিতামাতা পূরণ করে দেয়। পশুদের স্মরণশক্তিও খুবই কম হয়ে থাকে, যখন ছাগল বাঁধা ছিলো তখন ছাগলকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিলো, যদি সে মনে রাখতো এবং না ভূলতো তবে যখন তাদের খোলা হতো এবং লাঠি দিয়ে মারার প্রতিশোধ শিং দিয়ে নিতো তবে কেমন লাগতো! এরূপ আরো অনেক অবস্থা রয়েছে, যাতে ভূলে যাওয়া হলো তবে উপকারই হয়। তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে পাকে রয়েছে যে, "হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ভূলে গাছ থেকে খেয়ে নিয়েছেন, সুতরাং তাঁর সন্তানেরা ভূলতেই থাকবে।" (তিরমিযী, ৫/৫৩, হাদীস ৩০৮৭) এই হাদীসে মুবারকার ব্যাখ্যা মিরাতুল মানাজিহতে কিছুটা এভাবে রয়েছে: "অর্থাৎ আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর গাছ নির্বাচনে ইজতিহাদী ভূল হয়েছিলো এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, **আল্লাহ পাক** বিশেষকরে এই একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এবং আমি অন্য গাছের ফল খাচ্ছি, অথচ নিষেধাজ্ঞা গাছের প্রজাতির উপর ছিলো, অথবা তিনি মনে করেছিলেন যে, আমাকে খেতে নিষেধ করেননি বরং কাছে যাওয়ার জন্য নিষেধ করেছেন। সেই ভূল আজও মানুষের মধ্যে চলে আসছে।" (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১১৭-১১৯)

হারাম পশুর নাম নেয়াতে কি ৪০দিন পর্যন্ত নামায কবুল হয়না?

প্রশ্ন: হারাম পশুর নাম নেয়াতে কি ৪০দিন পর্যন্ত নামায কবুল হয়না? (স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: হারাম পশুতো কুকুর ও বিড়ালও, কিন্তু একটি বিশেষ পশু রয়েছে, যার ব্যাপারে মানুষের মাঝে গুজব ছড়িয়ে আছে এবং সম্ভবত এই কারণেই প্রশ্নকারীও এই হারাম পশুর নাম নেয়নি, অথচ এই পশুর নাম কোরআনে পাকেও এসেছে আর সেই হারাম পশু হলো "শূকর"। (এব্যাপারে মুফতী হাসান সাহেব এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:) (حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ الۡمَيۡتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحۡمُ الۡخِنۡزِيۡرِ) (পারা ৬, মায়িদা, ৩) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস।) (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন:) জনসাধারনের মাঝে অনেক ভূল ধারনা পাওয়া যায়। শূকর শব্দটি বললে অযু ভঙ্গ হয়না এবং গুনাহও হয়না।

খাঁচায় টিয়া পাখি পালন করা কেমন?

প্রশ্ন: পাখিকে নফলী সদকার নিয়্যতে খাবার দেয়া হলে তবে কি নফলী সদকার সাওয়াব পাওয়া যাবে? তাছাড়া যদি কেউ খাঁচায় শখ করে টিয়া পাখি পালন করলো কিন্তু এর খেয়ালও রাখে, তবে কি তার টিয়া বন্দি রাখার গুনাহ হবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: পাখিকে খাবার খাওয়ানো সাওয়াবের কাজ। যদি কেউ টিয়াকে বন্দি করে রাখে, কিন্তু তাকে বারবার খাবার দেয় এবং কোন কষ্ট দেয় না, তবে এরূপ বন্দি রাখা জায়িয, কিন্তু এতে বান্দার এটা ভাবা উচিৎ যে, যদি কেউ আমাকে বন্দি করে দেয় তবে কেমন লাগবে? আমাদের তো ছোটখাট বাড়িতেও সংকুলান হয়না, কিন্তু পাখিদের জন্য অনকে বড় পরিবেশ প্রয়োজন। যেমন; ছোট ছোট মাছ শো-পিস হিসাবে মানুষেরা রাখে, তখন আমার খুবই দয়া হয়, কেননা এতে পানি কাঁচের শো-পিসে থাকে, যার কারণে হতে পারে যে, অনেক সময় সাঁতরাতে সাঁতরাতে মাছেরা ধাক্কা খায় এবং আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যায়। তারা মনে করে যে, পথ আছে এবং ধাক্কা খেয়ে যায়। আমি নাজায়িয বলছি না, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এরূপ শখ করা ঠিক নয়, যার কারণে কোন প্রাণীর আমাদের কারণে কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়। অনেক সময় মানুষ খুবই ভাল কাজ করে যে, পাখি ইত্যাদি কিনে মুক্ত করে দেয়, এটা ভাল কাজ।

গরুর বাচ্চা জন্ম নেয়ার সাথেসাথেই বিক্রি করে দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: আমার একটি ছোট ফার্ম রয়েছে। যখন গরু বাচ্চা দেয় তখন অনেকে তা বিক্রি করে দেয়, অথচ তখনও এই বাচ্চা

তার মায়ের প্রথম দুধও পান করেনি। এরূপ করা কেমন?

(আলী আহমদ, ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাব)

উত্তর: সাধারনত ছোট বাচ্চা যেগুলো নর হয়ে থাকে তা এই কারণে বিক্রি করে দেয় যে, তা বড় হয়ে না দুধ দিবে এবং না বাচ্চা দিবে। এই বিক্রি জায়িয। তবে অনেকে এরূপ পশুর প্রতি দয়া করে, এই কারণেই যে, এরূপ পশুর বাচ্চা বিক্রি করাতে কিছুটা ঘৃণার অবস্থা তো সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরূপ মানুষের মধ্যে অনেকেই এরূপ পশুর মাংস পছন্দ করে থাকে, কেননা এর মাংস নরম তুলতুলে এবং একেবারে মোলায়েম হয়ে থাকে। নিকৃষ্ট মানসিকতার অনেক হোটেল পরিচালনাকারী লোকেরা এমন পশুর চাপ বানিয়ে ছাগল বলে চালিয়ে দেয়, কেননা চাপ যখন ভূনা হয় তখন বুঝা যায় না যে, ছাগলের নাকি গরুর ছোট বাচ্চার, এটা কো সরাসরি ধোঁকা। কুরবানিতে যদি পশুর পেট থেকে বাচ্চা জীবিত বের হয় তবে তাও জবাই করে দিতে হয় আর যদি মৃত বের হয় তবে ফেলে দিতে হয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৪৮, ১৫তম অংশ) যেই পশু থেকে মৃত বাচ্চা বের হলো, তার মাংস পবিত্র এবং খাওয়াও জায়িয হবে।

প্রাণের সদকা কোন জিনিস দিয়ে দিবে?

প্রশ্ন: সদকা কিভাবে দিবে, যাতে রোগ দূর হয়ে যাবে?

(একজন ইসলামী বোনের স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন যে, প্রাণের সদকা পশু যেমন; ছাগল বা মুরগী ইত্যাদি জবাই করে দেয়া উত্তম। যেমনিভাবে ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় রয়েছে: শিরনী (অর্থাৎ মিষ্টি জিনিস) বা খাবার ফকিরদের খাওয়ানোও সদকা এবং আত্মীয়দের খাওয়ানো হলো আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ আর বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো হলো দাওয়াত। আর এই তিনটি পদ্ধতি (অর্থাৎ সদকা, আত্মীয়দের সাথে সদাচরন ও দাওয়াত) রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম (অর্থাৎ এতে রহমত অবতীর্ণ হয়) ও বালা মুসিবত দূর হওয়ার মাধ্যম। (তিনি আরো বলেন:) এই অবস্থা ছাগল জবাই করে খাওয়ানোতেও। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাণের সদকা দেয়া বেশি উপকারী (অর্থাৎ ছাগল জবাই করে খাওয়ানোতে বেশি উপকার পাওয়া যায় এবং বিপদ দ্রুত দূর হয়)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৮৫-১৮৬) তবে এটা জরুরী নয় যে, স্বয়ং রোগীকে জবাই করতে হবে, বরং যাকে প্রাণী দেয়া হবে তাকেও বলে দেয়া যায় যে, এই পশুটি জবাই করে দিবে।

পশুদের উপর অত্যাচার করা কিয়ামতের দিন কঠিন পরীক্ষার কারণ হতে পারে!

প্রশ্ন: অনেকে পশুদের প্রতি প্রচন্ড অত্যাচার করে থাকে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলুন।

www.dawateislami.net

উত্তর: জি হ্যাঁ! অনেকে পশুদের প্রতি প্রবল কঠোরতা প্রদর্শন করে থাকে, এদেরকে মারে এবং ধমকায়, যেমন; ঘোড়ার গাড়ি বা গাধার গাড়ির চালক এই মজলুম পশুদের বিনা কারণে চাবুক মারতে থাকে এবং বেচারা গাধার প্রতি তো অনেক বেশি অত্যাচার করে থাকে, এদের রানের পাশের অংশে আঘাত করতে করতে ক্ষত বানিয়ে দেয় এবং টিনের বাক্সের মুখকে চ্যাপটা করে এর তীক্ষ্ম অংশ গাধার ক্ষতের উপর লাগিয়ে দেয়ে, কখনো জোরে জোরে মারে এবং সেই বেচারা কষ্টে ও ব্যথার কারণে লাফাতে থাকে এবং দৌড়াতে থাকে। অনুরূপভাবে গাধার গাড়ির প্রতিযোগিতার সময়ও অনেক বেশি অত্যাচার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আমি বাজারে দেখেছি গাধার গাড়িতে এত বেশি বোঝা তুলে দেয়া হয় যে, বেচারা গাধা উপরের দিকে ঝুলে পড়ে, যদি এই দৃশ্য নরম মনের মানুষ দেখে তবে তার চোখে পানি চলে আসবে।

একবার ক্বারী মুসলেহ উদ্দীন রযবী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বয়ানে বলেন: আমি দেখেছি যে, একটি গাধার গাড়িতে অনেক মালামাল তুলে দেয়া হয়েছিলো, যার কারণে বেচারা গাধা উপরের দিকে ঝুলে পড়েছিলো, এটা দেখে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিলো। ক্বারী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই নরম মনের মানুষ ছিলেন এবং এরূপ লোক যখন এমন দৃশ্য দেখে তখন কষ্টে কান্না করে দেয়। কিন্তু আফসোস! সেই

www.dawateislami.net

পাষাণকে, যারা প্রতি মুহুর্তে ঐ নির্বাক ও বেচারা প্রাণীগুলোর উপর অত্যাচার করছে, তাদের একেবারেই দয়া হয়না। এই সমস্ত লোকেরা মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন আসবে এবং এই পশুরাও আসবে, যারা আপনার করা অত্যাচারের প্রতিশোধ নিবে, এটি কিয়ামতের দিন অনেক ভারী হবে। নিরাপত্তা এতেই যে, ভবিষ্যতে যেকোন প্রাণীর প্রতি অত্যাচার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিৎ, গাধা হোক, ঘোড়া হোক, মানুষ হোক বা ছোট্ট পিঁপড়া হোক, কোন প্রশার অত্যাচার করবেন না এবং এই পর্যন্ত যা করেছে তা থেকে তাওবা করে নিন। যদি আপনার গাধা বা ঘোড়া আপনার গাড়ি দ্রুত না চালায় তবে তাকে মারার পরিবর্তে কিয়ামতের ঐ দৃশ্যকে চোখের সামনে রাখুন যে, কিয়ামতের দিন পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে, যার উপর কদম রাখাও কঠিন হবে কিন্তু তবুও বান্দাকে বাধ্য হয়েই কদম রাখতেই হবে, মানুষ কেটে কেটে জাহান্নামে পড়ে যাবে, সেইদিন আপনাকে পুলসিরাত অবশ্যই পার হতে হবে, সেইদিন আপনি কিরূপ অসহায় হবেন, যখন এই কল্পনা আপনার সম্মুখে থাকবে তখন আশা করা যায়, আপনি আপনার বাহনের অপারগতা ও দূর্বলতাকে বুঝতে পারবেন।

ইয়া ইলাহী জব চলো তারিখ রাহে পুল সিরাত
আ'ফতাবে হাশেমী নূরুল হুদা কা সাথ হো

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী জব সরে শমশির পর চলনা পড়ে
রাব্বে সাল্লিম কেহনে ওয়ালে গরযুদা কা সাথ হো
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! অত্যাচার হলো কিয়ামতের দিনের অন্ধকার, কিয়ামতের দিন মজলুমের হাত হবে আর অত্যাচারীর কলার, কিয়ামতের দিন মজলুম অত্যাচারী থেকে নিজের অত্যাচারের প্রতিশোধ অবশ্যই নিবে, কিয়ামতের দিন মজলুম সফল হবে এবং অত্যাচারিরা বিফল হয়ে যাবে, কিয়ামতের দিন অমুক তমুক, অস্ত্রের ক্ষমতা, বডি বিল্ডিং, মার্শাল আর্ট বা বড় বড় সম্পর্ক কারো কোন কাজে আসবে না। বুদ্ধিমান হলো তারাই, যারা নিজের কৃতকর্মের প্রতি লজ্জিত হয় এবং যেই সকল লোকের মনে কষ্ট দিয়েছে বা কোন প্রশার চাপ দিয়েছে তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করিয়ে নেয়, অন্যথায় আখিরাতে এ ব্যাপারটি অনেক ভারী হয়ে যাবে, অর্থাৎ নিজের নেকী দিয়ে দিতে হবে, হজ্ব, নামায, খয়রাত এসবই মজলুম নিয়ে যাবে এবং যদি নেকী না থাকে বা দিতে দিতে শেষ হয়ে গেছে আর এখন দেয়ার জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই, তবে মজলুমের গুনাহ নিজের মাথায় নিতে হবে! অর্থাৎ যদি অত্যাচারি দুনিয়ায় নেকী করেও থাকে তবে কিয়ামতের দিন হাত খালি হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। নিজেকে অত্যাচার করা থেকে নিরাপদ রাখুন,

www.dawateislami.net

কেননা এটা অনেক বড় বিপদ। এমনকি এর কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি **“আল হাভী লিল ফাতাওয়া”** ২য় খন্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “মন্দ মৃত্যুর একটি বড় কারণ হলো অত্যাচার করা।” **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে অত্যাচার করা থেকে নিরাপদ রাখুক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কবুতর ও বিড়ালের বন্ধুত্ব

প্রশ্ন: আপনারা দেখছেন যে, বিড়াল শুয়ে আছে আর কবুতর তাকে বিরক্ত করছে, প্রাণীরাও কি অন্য প্রাণীদের বিরক্ত করে? (ভিডিও দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে)

উত্তর: এই ভিডিওতে বিড়াল কবুতরকে নম্রভাবে ধরে আছে এবং একে কোন প্রশার ক্ষতি করছে না, তাকে নিজের পাঞ্জা দ্বারা চাপও দিচ্ছে, তবে এতো আরামে যে, কবুতরের যেনো কোন নখ না লাগে আর কোন ধরনের কষ্ট না হয়, এর জন্য বিড়াল তার আঙ্গুলগুলো মুড়ে নিয়েছে, আর কবুতরও জানে যে, এটি তো আমার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী কিন্তু উৎসাহ ব্যঞ্জক, তাই কবুতর খুবই আরামেই তার কাছে রয়েছে। এথেকে অনেক কিছু শিখতে পারলাম, যেমন;

☆ কোন ঘুমন্তকে বিরক্ত করা উচিৎ নয়, কেননা সে এতে

পেরেশান হয়ে থাকে। ✰ যদি কোন ঘুমন্তকে বিরক্ত করে তবে ঘুমন্ত ব্যক্তি শক্তিশালী হওয়ার পরও মার্জনা সহকারে কাজ করবে। ✰ এটাও শিক্ষা পেলাম যে, যদি আমাদেরকে কেউ বিরক্ত করে বা গালি দেয়, ধমক দেয় এবং আমরাও তাকে এমনভাবে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিই তবে আমরা এই প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। মানুষের বুঝা উচিৎ যে, ছোট ছোট ব্যাপার ঘটতে থাকবেই, ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ।

দ্বীন হলো উত্তম আচরণের নাম

প্রশ্ন: আমরা শুনলাম যে, যদি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিং বিহীন ছাগলকে মারলো, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এর বদলা দেয়া হবে। তবে যদি কোন পশু অন্য কোন পশুর সাথে ভাল আচরন করে, যেমন; এই ভিডিওতে দেখা গেছে তবে কি এর প্রতিদান দেয়া হবে। (ভিডিও দেখিয়ে করা প্রশ্ন)

উত্তর: ছাগল তো অবশ্যই, যদি কোন পিঁপড়াও অন্য কোন পিঁপড়ার উপর অত্যাচার করে তবে তার কাছ থেকে এর বদলা নেয়া হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/২৮৯, হাদীস ৮৭৬৪) তবে যদি কোন প্রাণী অন্য কোন প্রাণীর সহিত ভাল আচরন করে তবে সে এর প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাঠ করা আমার স্মরণ নাই। যেই ভিডিও দেখানো হয়েছে, তা **আল্লাহর** কুদরতের কারিশমা যে, একটি হাঁস মুখের মাধ্যমে

www.dawateislami.net

মাছদের খাবার খাওয়াচ্ছে, অথচ হাঁস মাছ খেয়ে থাকে এবং পানিতে সাঁতারও কাটে। এথেকে আমরা মানুষরা এই শিক্ষা পাই যে, আজ আমরা সবাই একে অপরের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছি, চুরি, ডাকাতি এবং হত্যাযজ্ঞ করছে আর নির্বাক পশুরা অন্য পশুর প্রতি এত মমতা প্রদর্শন করছে যে, নিজের মুখ থেকে অন্যের মুখে খাবার দিয়ে দিচ্ছে। এহিসাবে মানুষ একটি পশু থেকে নিকৃষ্ট হয়ে গেলো। আমাদের **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ এবং একে অপরের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিৎ। হাদীসে পাকে আমাদেরকে কল্যাণ কামনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। “اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ” অর্থাৎ দ্বীন হলো কল্যাণ কামনার নাম।

(মুসলিম, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯৬)

অন্যের খেয়াল রাখা

প্রশ্নঃ হুযুর! এটা দেখুন! একটি মোরগ মুরগীর খেয়াল রাখছে, কিন্তু মানুষ অন্যের খেয়াল রাখেনা, মানুষ মারা যাচ্ছে, একটু মানুষকে বুঝান! (একটি দৃশ্য দেখানো হলো, যাতে একটি মুরগ বৃষ্টির সময় মুরগীর উপর নিজের ডানা ছড়িয়ে দিয়ে তাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং এই প্রশ্ন করা হলো)।

উত্তরঃ কি সুন্দর! এটা আসলেই অনন্য একটি দৃশ্য। এথেকে আমরা এটাই শিক্ষা পাই যে, পশুরা একে অন্যের প্রতি

www.dawateislami.net

সহানুভূতি প্রদর্শন করছে তো আমরা মানুষদের তো একে অপরের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিৎ। কিন্তু আফসোস! অসংখ্য মানুষ তা করেনা। নিজে নিরাপদ হলো তো সবই ঠিক আছে। “হযরত সিররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাজারে দোকান ছিলো, একবার সেই বাজারে আগুন লাগলো, সম্পূর্ণ বাজার পুড়ে গেলো, কিন্তু তাঁর দোকান বেঁচে গেলো। যখন তাঁকে এই ব্যাপারে জানানো হলো তখন হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বের হলো: “اَلْحَمْدُ لِلّٰه” কিন্তু সাথে সাথেই নিজের নফসকে নিন্দা করতে গিয়ে বললেন: “শুধু আমার সম্পদ বেঁচে যাওয়াতে আমি কেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে দিলাম!” অতএব তিনি ব্যবসাকে বিদায় জানিয়ে দিলেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলাতে তাওবা ও ক্ষমার উদ্দেশ্যে সারা জীবনের জন্য দোকান ছেড়ে দিলেন।” (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৭১)

কিরূপ শান ছিলো আমাদের বুযুর্গদের! এটা ছিলো তাঁর মানসিকতা যে, নিজের ক্ষতি থেকে বেঁচে খুশি হওয়া উচিৎ নয়, বরং অন্যের ক্ষতিরও খেয়াল রাখা উচিৎ। বন্যা এসে গেছে, অপরের মাল ডুবে যাচ্ছে এবং আমরা নিজেদের মাল বাঁচিয়ে নিয়ে বের হয়ে যাবে, না! এরূপ করবেন না! যদি কোন ভাইরাস আসে এবং আমি সেই ভাইরাস থেকে বেঁচে গেছি তবে আমার সেই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের প্রতি

www.dawateislami.net

সহানুভূতি ও ভাল আচরন করতে হবে। এমন নয় যে, কোন মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি সহানুভূতি করছে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বিরাট একটি অংশ সহানুভূতি প্রদর্শন করছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরও সহানুভূতি প্রদর্শনকারীদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করুক।

চামড়া ফুলিয়ে দেয়া মাছ খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: যেই মাছ নিজের চামড়া ফুলিয়ে নেয়, তা কি খাওয়া হালাল? (মাছের একটি ভিডিও দেখিয়ে প্রশ্ন করা হলো, যাতে এক লোক একটি মাছ ধরে তাকে খোঁচাচ্ছিলো, যার ফলে মাছের চামড়া ফুলে যাচ্ছিলো।)

উত্তর: এটা মাছই এবং যখন মাছ তখন তা খাওয়াও জায়িয। হতে পারে যখন তার উপর কোন শত্রুর আক্রমন হতো তখন সে এভাবে ফুলে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতো, যাতে সে তাকে নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে নিতে না পারে। এই ভিডিওতে এক ব্যক্তি একে হাত দ্বারা ঘর্ষণ করছিলো, যার কারণে সম্ভবত মাছটির মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছিলো আর সে নিজেকে ফুলিয়ে নিলো, যদি আসলেই মাছটি আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে এবং সে কষ্ট অনুভব করছে, তবে এরূপ করা শরীয়ভাবে অনুমতি নেই, এই ব্যক্তি তাওবা করবে। মনে রাখবেন! কোন প্রাণী বরং কোন কীটকেও বিনা কারণে কষ্ট দেয়া জায়িয নেই।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৩)

ছোট্ট শিশুরা কীট পতঙ্গকে পিষ্ট করে দেয় বা বিড়ালকে তাদের লেজ ধরে উঠিয়ে নেয় এবং ঘুরিয়ে ছুড়ে মারে, তাদের এরূপ করা উচিৎ নয়, বড়দের উচিৎ যে, তারা যেনো বাচ্চাদের এরূপ করতে না দেয়। যেই প্রাণী কষ্ট দেয় না তাদেরকে বিনা কারণে মারা উচিৎ নয় এবং যেই প্রাণী কষ্ট দেয় তাদের মারার অনুমতি রয়েছে, যেমন; মশা ইত্যাদি। তবে এদেরকেও মারবে তো কম কষ্ট দিয়ে মারবে, পিষ্ট করে করে বা একটু একটু কষ্ট দিয়ে মারার অনুমতি নেই।

হযরত ইমাম ইবনে হাজর হাইতামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ অন্যায়ভাবে কোন চতুষ্পদ প্রাণীকে মারলো বা একে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রাখলো কিংবা তার থেকে ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বহন করালো তবে কিয়ামতের দিন তার থেকে এই ধরনের বদলা নেয়া হবে, যেরূপ সে প্রাণীদের প্রতি অত্যাচার করেছিলো বা তাকে ক্ষুধার্ত রেখেছিলো। এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত হাদীসে পাক দলীল প্রদান করে। যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে এক মহিলাকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে, সে ঝুলে আছে এবং একটি বিড়াল তার চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছিলো, যেমনটি সে (মহিলাটি) দুনিয়ায় বন্দি করে এবং ক্ষুধার্ত রেখে একে কষ্ট দিয়েছিলো।

www.dawateislami.net

(বুখারী, ২/৯৯, হাদীস ২৩৬৪) এই বর্ণনার বিধান সমস্ত প্রাণীর ব্যাপারে একই। (আয যাওয়াজির, ২/১৭৪) আর **বাহারে শরীয়াত**, ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পশুদের উপর অত্যাচার করা জিম্মি কাফেরের (বর্তমানে পৃথিবীতে সকল কাফের হলো হারবী) উপর অত্যাচার করার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং জিম্মির উপর অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করার চেয়েও নিকৃষ্ট, কেননা পশুদের **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই, এই বেচারাকে এই অত্যাচার থেকে কে বাঁচাবে!

পশুদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্ব

প্রশ্ন: পশুরা যদি পশুদের উপর অত্যাচার করে তবে কিয়ামতের দিন সেই অত্যাচারের বদলা নেয়া হবে, মহিষের উপর সাধারনত মানুষ চড়ে না, যেমনটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, ছাগল মহিষের উপর উঠে পাতা খাচ্ছে, তবে কি ছাগলের এভাবে মহিষের উপর উঠা অত্যাচার এবং এর বদলা কি নেয়া হবে? (ভিডিও দেখিয়ে প্রশ্ন করা হলো)

উত্তর: এই ভিডিওতে মহিষ যেখানে মাথা নত করে এবং কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে, তার উপর অত্যাচার হচ্ছে বরং মনে হচ্ছে যে, মহিষ ছাগলকে সহায়তা করছে যে, আমার কোমরের উপর উঠে

গাছ থেকে পাতা খাও। যদি তার উপর অত্যাচার হতো তবে সে লাফালাফি করতো এবং ছাগল ও মহিষের সাথে লড়াই কিভাবে হবে, সে তো শক্তিশালী হয়ে থাকে। অনেক সময় পশুদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্ব হয়ে যায়, যা আমরা বুঝতে পারিনা এবং তারা একে অপরকে সহযোগিতাও করে থাকে।

আল্লাহ পাকের যিকিরকারী প্রাণী

প্রশ্নঃ শুনেছি ব্যাঙ এর মাধ্যমে ফেরাউনকে আযাব দেয়া হয়েছিলো, তবে কি এর পূর্বে ব্যাঙ পৃথিবীতে ছিলো না?

(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ যখন ফেরাউনকে আযাব দেয়া হয়েছিলো, তখন চারিদিকে ব্যাঙ আর ব্যাঙ হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি খাবার পানীয় এবং বসার জায়গাতেও ব্যাঙ এসে যেতো, যার কারণে তারা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। (হাশিয়াতুস সাভী, ৯ম পারা, আরাফ, ১৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ২য় অংশ, ১/৭০৩) হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, ব্যাঙ হত্যা করো না, কেননা যখন সে ঐ আগুনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলো, যাতে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام কে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন সে তার মুখে পানি ভরে এনে এতে ছিটিয়ে দিয়েছিলো। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১৯ পারা, নামল, ১৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৩৩০) ব্যাঙ এর ব্যাপারে এটাও রয়েছে যে, এটি অধিকহারে যিকির করে

www.dawateislami.net

থাকে, একে মেরো না। (মু'জামু আউসাত, ৩/১২, হাদীস ৩৭১৬) বৃষ্টির পানি জমা হলে তাতে ব্যাঙ এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই একটি প্রবাদও রয়েছে "বর্ষার ব্যাঙ"। মনে রাখবেন! ব্যাঙ খাওয়া হারাম। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাবায়িহ, ৯/৫০৮)

কুকুরের লড়াই করানো কেমন?

প্রশ্ন: কুকুরের লড়াই করানো কেমন?

উত্তর: কুকুরের লড়াই করানো নাজায়িয। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৬৫৯) যারা কুকুরের লড়াই করায় তারা তাওবা করুন।

কুবানির পশুর চামড়া সংগ্রহকারীদের জন্য ২২টি নিয়ত ও সতর্কতা

প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) "মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।" (মু'জামু কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২) (২) "উত্তম নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।" (মুসনাদিল ফেরদাউস, ৪/৩০৫, হাদীস ৬৮৯৫) # যতবেশি ভাল নিয়্যত, সাওয়াবও ততবেশি ।

(১) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করছি (২) যাই হোক আমি শরীয়াত ও সুন্নাতের আঁচলকে আঁকড়ে থাকবো (৩) কুরবানির পশুর চামড়ার জন্য প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগিতা করবো

(৪) মানুষ যতই খারাপ আচরন করুক কিন্তু রাগের বহিঃপ্রকাশ এবং (৫) অসদাচরণ করা থেকে বিরত থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবো (৬) কুরবানির পশুর চামড়ার কারণে যতই ব্যস্ততা হোক শরীয়াতের বিনা কারণে কোন নামাযের জামাআত তো নয়, তাকবীরে উলাও বর্জন করবো না (৭) পাগড়ী সহ পবিত্র পোশাক এবং লুঙ্গি শপিং ব্যাগ ইত্যাদিতে রেখে নামাযের জন্য সাথে রাখবো (প্রয়োজনে স্টল ইত্যাদিতেও রাখা যাবে। এর প্রতি প্রচন্ড জোর তাগাদা রয়েছে, কেননা জবাই করার সময় বের হওয়া রক্ত নাজাসাতে গলিযা (বড় নাপাকী) এবং প্রশ্রাবের ন্যায় নাপাক আর চামড়া সংগ্রহকারীদের নিজেদের পোশাক পবিত্র রাখা খুব কঠিন। **বাহারে শরীয়াত** ১ম খন্ডের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "নাজাসাতে গলিযার বিধান হলো যে, যদি কাপড় বা শরীরে এক দিরহামের বেশি লেগে যায় তবে তা পবিত্র করা ফরয, পবিত্র না করে নামায পড়লে তবে হবেই না আর ইচ্ছাকৃতভাবে পড়লে তবে তা গুনাহও হলো এবং যদি তাচ্ছিল্যের (অর্থাৎ শরীয়াতের এই বিধানকে হালকা মনে করার) নিয়্যতে হয় তকে কাফের হয়ে গেলো আর যদি এক দিরহামের সমান হয় তবে পবিত্র করা ওয়াজিব, পবিত্র না করে নামায পড়লে তবে তা মাকরূহে তাহরীমি হবে অর্থাৎ এরূপ নামায পূনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং ইচ্ছাকৃত পরলে তবে

গুনাহগারও হবে আর যদি এক দিরহামের কম হয় তবে পবিত্র করা সুন্নাত, পবিত্র না করলে নামায হয়ে যাবে কিন্তু তা সুন্নাতের পরিপন্থি হলো এবং তা পূনরায় আদায় করা উত্তম।”) (৮) মসজিদ, ঘর, অফিস এবং মাদরাসা ইত্যাদির চাটাই, কার্পেট এবং অন্যান্য জিনিস রক্তাক্ত হওয়া থেকে বাঁচানো (অযুখানার গলির মেঝে বা পাদানি ইত্যাদিতেও রক্তাক্ত পাসহ যাওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং অযু করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, অন্যথায় নাপাকির ময়লা এবং নাপাক পানির ছিটা নিজেকেসহ অপরকেও নাপাক করে দেয়ার সম্ভাবনা থাকে) (৯) রক্তাক্ত দূর্গন্ধযুক্ত পোশাকসহ মসজিদে যাবো না (দূর্গন্ধ না আসলেও নাপাক শরীর বা পোশাক কিংবা জিনিস মসজিদে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। ক্ষত, ফোঁড়া, পোশাক, পাগড়ী, চাদর, শরীর বা হাত মুখ ইত্যাদি থেকে দূর্গন্ধ আসলে, তবুও মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করা হারাম। **ফয়যানে সুন্নাত** ১ম খন্ডের ৮৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মসজিদকে দূর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব, এজন্য মসজিদে কেরাসিন তেল জ্বালানো হারাম, মসজিদে দিয়াশলাই (অর্থাৎ ম্যাচের বারুদ) জ্বালানো হারা, এমনকি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়া জায়িয নেই। (ইবনে মাজাহ, ১/৪১৩, হাদীস ৭৪৮) অথচ কাঁচা মাংসের গন্ধ (দূর্গন্ধ) খুবই সামান্য হয়ে থাকে।) (১০) কলম, রশিদ বই, প্যাড, গ্লাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি পবিত্র জিনিসে নাপাক

www.dawateislami.net

রক্ত লাগতে দিবো না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ডের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "পবিত্র জিনিসকে (শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে) নাপাক করা হারাম।") (১১) যারা অন্য প্রতিষ্ঠানে চামড়া দেয়ার ওয়াদা করেছে তাদেরকে ওয়াদা ভঙ্গ করার পরামর্শ দিবো না (উত্তম পদ্ধতি হলো যে, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আপনি সারা বছর তার ব্যাপারে মনযোগী থাকুন এবং নিজেই প্রথমে গিয়ে চামড়া বুকিং করে রাখুন) (১২) নিজের নির্ধারিত চামড়া যদি কোন সুন্নি প্রতিষ্ঠানের লোকেরা নিতে না আসে বা (১৩) ভূলে আমার নিকট চলে আসে তবে সাওয়াবের নিয়্যতে সেখানে দিয়ে আসবো (১৪) যারা চামড়া দিবে সম্ভব হলে তাদেরকে মাকতাবাতুল মদীনার কোন পুস্তিকা বা লিফলেট উপহার স্বরূপ দিবো (১৫) তাছাড়া তাকে "ধন্যবাদ, جَزَاكَ اللهُ" বলবো (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ۔ অর্থাৎ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না, সে **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করলো না। (তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস ১৯৬২)) (১৬) চামড়া প্রদানকারীকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং (১৭) মাদানী কাফেলায় সফর ইত্যাদির প্রতি উৎসাহিত করবো (১৮) পরবর্তিতেও তার সাথে যোগাযোগ করে চামড়া দেয়ার অনুগ্রহের বদলায় তাকে দ্বীনি পরিবেশে আনার চেষ্টা

www.dawateislami.net

করবো, যদি (১৯) সে দ্বীনি পরিবেশের হয় তবে তাকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বা (২০) নেক আমলের আমলকারী বানাবো কিংবা (২১) অন্য আরো কিছুর চেষ্টা করবো। (যিম্মাদারদের উচিৎ যে, পরে সময় বের করে চামড়া প্রদানবকারীদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য অবশ্যই যাওয়া, তাছাড়া সেই শুভানুধ্যায়ীদেরকেএলাকা পর্যায়ে বা যেভাবে সুবিধা হয় জড়ো করে সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত এবং পুস্তিকা ইত্যাদি বন্টন করুন। পুস্তিকা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র চাঁদা থেকে নয় আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে) (২২) দূরে ও কাছে যেখানেই চামড়া সংগ্রহের (বা স্টল অথবা যেকোন কাজের) যিম্মাদার ইসলামী ভাই আদেশ করবে, বিনা দ্বিধায় আনুগত্য করবো। (এই নিয়্যত অনেক কম, ইলমে নিয়্যত সম্পর্কে অবহিতরা আরো অনেক নিয়্যত বের করতে পারবে)।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াতের মাসয়ালা

সর্বদা কুরবানীর চামড়া ও নফল দান অনুদান "কুল্লী ইখতিয়ারাত" অর্থাৎ যে কোন নেক ও জায়িজ কাজে খরচ করার অনুমতির নিয়্যতে দান করুন। কেননা; যদি নির্দিষ্ট করে দেয়, যেমন বলে যে, এই দান দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদরাসার জন্য, তবে এখন তা মসজিদ অথবা অন্য কোন বিষয়ে ব্যবহার করা গুনাহ। আদায়কারীরও উচিত, যদি কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য চাঁদা আদায় করে তবে সর্তকতামূলক এটা বলে দেয়া, এই চাঁদার টাকা দা'ওয়াতে ইসলামী যেখানে প্রয়োজন মনে করবে, সেখানে নেক ও জায়িজ কাজে খরচ করবে। মনে রাখবেন! চাঁদা দানকারী যদি হ্যাঁ সুচক বাক্য বলে এবং সে চাঁদা বা চামড়া ইত্যাদির আসল মালিক হলেই এর অনুমতি সাব্যস্ত হবে। এই জন্য চাঁদা বা চামড়া দাতার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, এটা কার পক্ষ থেকে? যদি অন্য কারো নাম বলে, সে ক্ষেত্রে তার হ্যাঁ বলা যথেষ্ট হবেনা। আসল মালিকের সাথে ফোন বা অন্য কোন ভাবে যোগাযোগ করে অনুমতি নিয়ে নিন।

(যাকাত ও ফিত্‌রা দাতাদের কাছ থেকে 'কুল্লী ইখতিয়ারাত' নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা; তা শরয়ী হিলার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়।)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৩১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০০৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net